দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ই জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা-১,৪.

নির্বাচন বন্ধের কথা বলা হচ্ছে জামায়াতকে নির্বাচনে আনতে ॥ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ নির্বাচনকে সামনে রেখে সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, দেশে সহিংসতা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার থামাতে। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে শর্ত সাপেক্ষে সমঝোতা হতে পারে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন জামায়াতকে বাদ দিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গী দমনের শর্তে সমঝোতা হতে পারে।

শনিবার রাজধানীতে 'সহিংস রাজনীতি, সঙ্কটে দেশ-ভবিষ্যত ভাবনা' বিষয়ক এক সেমিনার দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেন, এ সঙ্কট সমাধানের লক্ষ্যে

অর্থনীতি সমিতির 'সহিংস রাজনীতি, সঙ্কটে দেশ ভবিষ্যত ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সাবেক গবর্নর ড. ফরাসউদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখেন —জনকণ্ঠ

সংলাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তবে জামায়াতে ইসলামী এ সংলাপের অংশ হতে পারবে না। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি রাজধানীর হোটেল লেকশোরে এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। সেমিনারে সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতা বা আপোস হতে হবে কয়েকটি শর্তের মাধ্যমে। এরমধ্যে থাকতে হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন, জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখা, দুর্নীতি দমন ও সহিংসতা বন্ধ। যাঁরা এসব শর্ত মেনে

(৪ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

নির্বাচন বন্ধের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমঝোতা ও সংলাপে আসতে চান কেবল তাদের সঙ্গেই সমঝোতা বা সংলাপ হতে পারে।

তিনি বলেন, সবাই বলছে দ্রুত একাদশ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে। তবে একাদশ নির্বাচনে যাওয়ার আগে এসব বিষয়ে আলোচনা হতে হবে। দেশে কিভাবে জঙ্গীবাদ তৈরি হলো এর কারণ উদঘাটন করতে হবে। জঙ্গীবাদের অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। এখনই দমন করতে না পারলে ভবিষ্যতে সঙ্কট বাড়বে। ভবিষ্যত আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

ড. খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, জঙ্গীবাদী চক্রের মাধ্যমে সহিংসতা হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতেই এ সহিংসতা। কিন্তু এটি হতে দেয়া যাবে না। এভাবে সহিংসতা চলতে থাকলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন আমরা বুঝতে না পারলেও আগামী এক দুই বছর পর বুঝতে পারব। বিনিয়োগ কমে যাবে, কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রবৃদ্ধি হবে না। অথচ এটি অর্জনের সক্ষমতা আমাদের ছিল।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক বলেন, একাত্তরে যেভাবে মানুষ জেগে উঠেছিল এখন সময় হয়েছে সেভাবে জেগে ওঠার। দেশের এ পরিস্থিতি কাটাতে বর্তমানে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ দরকার বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এর মাধ্যমে দেশের মানুষ আবারও একতাবদ্ধ হবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে মনে হচ্ছে দেশ সন্ত্রাসের রাজনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের বর্তমান সঙ্কট শুধু রাজনৈতিক সঙ্কট নয়, এটা এখন জনগণের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সঙ্কটে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কোনভাবেই ভবিষ্যতের জন্য সুফল বয়ে আনবে না। এখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয় চেতনা প্রত্যেকটি বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। নির্বাচনে কে জয়ী বা পরাজিত হলো সেটা বড় বিষয় নয়, সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা ভালভাবে চলছে কিনা সেটাই মুখ্য বিষয়।

আবুল বারকাত বলেন, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বাড়ার কারণে দেশে মৌলবাদ জেগে উঠেছে। মৌলবাদীরা আজ গৃহযুদ্ধেরও ঘোষণা দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে যা করতে পারেনি তারা আজ তা করবে বলে পরিকল্পনা করেছে। এ কারণে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র, সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার, মূল অর্থনীতির ভেতরে আরেকটি মৌলবাদি অর্থনীতি দাঁড় করানো হয়েছে। দেশের মানুষ আজ ভীত সন্ত্রস্ত। সবাই এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চাইছে।

তিনি বলেন, মৌলবাদীরা আজ গৃহযুদ্ধেরও হুমকি দিয়েছে। তা এখন অপারেশন ১৯৭১ নাম দিয়ে একটি বাহিনীও করেছে। বিশ্বত্রাসের চরম কেন্দ্র এখন বাংলাদেশ। কেউ কেউ এটিকে অতি বিপ্লবী আখ্যায়িত করছেন।

তিনি বলেন, এটি কি আঁচার আন্দোলন বা গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন। দেশের প্রতিটি মানুষ ভীত ও দিশেহারা। সবাই এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে।

দল ও জামায়াতকে সংঘাত, এবং সহিংসতা থেকে সরে আসতে হবে। সংঘাত নিরসনে দুই নেত্রীকে আলোচনার টেবিলে আসতে হবে।

তিনি বলেন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। তাই শীঘ্রই ১১তম সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। দুই নেত্রীকে এ নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। এ আলোচনা করতে হবে একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়সহ একাধিক মন্ত্রীই ১১তম নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন। তাই সময় রেখে সেদিকে যেতে হবে। আলোচনা করতে হবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। দেশে সংঘাত অব্যাহত থাকুক তা আমরা চাই না। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নির্বাচন হলেও, নৈতিক বিবেচনায় এ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ। সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বললেই জামায়াতের অংশগ্রহণ বুঝায় না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চলছে। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের মতো ১৯৭১ সালেও ছিল। তখন মানুষ দেশের স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল। এবারও দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গবর্নর ড. ফরাসউদ্দিন আহমেদ বলেন, রবিবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ ভোট দেবে। ৫৩টি থেকে ৬০টি আসনে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তাই এ নির্বাচন '৯৬ এর নির্বাচনের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে তা সফল হবে না। এদেশের অর্থনীতি অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ভাগাভাগি হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, পদ্মা সেতু বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নেই হওয়া উচিত। কারণ তাদের সক্ষমতা আছে।

ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, বিএনপির রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তারা জামায়াত-শিবিরকে নামিয়ে রাজনীতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। তারা চেয়েছিল সহিংসতা করে একটি অভ্যুত্থান করে ফেলবে। সেটি না পারলেও অন্তত সামরিক শাসন আসবে। কিন্তু তাও হয়নি। তবে ভবিষ্যতে যে সামরিক শাসন আসবে না তা বলা যায় না।

তিনি বলেন, বর্তমান সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক ঐক্য দরকার। পুলিশ বা সামরিক বাহিনী দিয়ে তা সমাধান করা যাবে না। তবে বিদেশী ও সুশীল সমাজের কিছু সদস্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। এদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশের রাজনীতিকরা সাধারণ মানুষের কথা শুনছে না। এমনকি সাধারণ মানুষকে কথা বলার অধিকার দেয়া হচ্ছে না। দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে রাজনীতিকদের দেশের সাধারণ মানুষের কথা শোনা উচিত।

নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কিন্তু অনেকে নির্বাচন বন্ধের কথা বলছে। নির্বাচন বন্ধ না হলে সহিংসতা হবে। তাহলে কি জামায়াতকে নির্বাচনে আনার জন্য নির্বাচন বন্ধ করতে হবে। অনেক বড় বড় পত্রিকা ও সম্পাদক নির্বাচন বন্ধের কথা বলছেন। কিন্তু তারা সহিংসতা বন্ধের কথা বলছেন না কেন?

তিনি বলেন, বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে গেছে। তখন এনজিওগুলো বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন বন্ধের কথা বলছেন। তারা কেন তা বলছেন, তা আমাদের জানা। এনজিওগুলো কিভাবে চলছে, সেটাও আমাদের জানতে হবে।

তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমাদের দেশের জন্য যদি মায়া থাকে, তাহলে তোমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। যখন দরকার পড়বে রাস্তায় নেমে আস। তোমাকে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি করতে হবে না; বাংলাদেশ করতে হবে। মনে রাখবে, একাত্তরে মূলে তরুণরাই দেশ স্বাধীন করেছে।

তিনি বলেন, আমার কোন ফেসবুক এ্যাকাউন্ট নেই। কিন্তু খুব দুঃখ লাগে যখন দেখি বাঁশেরকেল্লা নামের একটি ওয়েবসাইটের সঙ্গে একমত হয়ে দেশের বড়বড় সংবাদপত্র ও এর সম্পাদক বলেন নির্বাচন বন্ধ কর।

তিনি বলেন, বড় বড় সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হলে বলতাম, যখন একজন মানুষ মরে, তখন জানতে হবে কেন মরছে। নির্বাচনের জন্য নাকি যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধের দাবিতে। আমি এ ধরনের সুশীল বুদ্ধিজীবী হতে চাই না। আমি লজ্জা পাই। ভাবি আমি এর মধ্যে পড়ে গেলাম কিনা।

বিজয় দিবসে স্মৃতিসৌধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকদের না যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এবার দেখলাম আমরা স্মৃতিসৌধে সাদা চামড়ার লোকেরা যায়নি। আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বিদেশী ও সাদা চামড়ার লোকদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গবর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, হাসিনা-খালেদা সংলাপ কখনই সফল হবে না। কারণ দুজনের লক্ষ্য ভিন্ন। ১৯৭১ সালের মার্চেও ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধু সংলাপ একই কারণে সফল হয়নি। সেখানেও দুজনের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন।

তিনি বলেন, জামায়াত বাংলাদেশের কোন সংগঠন নয়। এটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের বাংলাদেশ অংশ। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নেই। সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। ধর্মকে ব্যবহার করে যে রাজনীতি তা নিষিদ্ধ করতে হবে। এসব জায়গায় ঐক্যমত হলেই সংলাপ ও সমঝোতার প্রশ্ন আসবে।

তিনি বলেন, সন্ত্রাস দিয়ে বাঙালীদের দমনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মূল হোতা জামায়াত। তবে জামায়াতকে যারা সহযোগিতা করছে তারা কেন এটি করছে তা পরিষ্কার করতে হবে। তারা কি বুঝেশুনে করছে; নাকি না বুঝে করছে; না চাপে পড়ে করছে তা এখন মুখ খুলে বলতে হবে।

মেজর জেনারেল (অব) আবদুর রশিদ বলেন, বাংলাদেশ যারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য নয়।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতায় নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে। এটাকে

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
A/2 Jahurul Islam City Aftab Nagar, Dhaka-1212

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস। এর বাইরে গিয়ে কারও সঙ্গে আপোস-করার সুযোগ নেই। কিন্তু সংলাপ হতে পারে। তবে যারা একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় কার্যকর করার পরও অভিপ্রায় প্রকাশ করেনি, তাদের সঙ্গে সংলাপ হলে সেটি হবে পরাজিতদের সঙ্গে সংলাপ।

তিনি বলেন, কিছু অর্জন করতে আমাদের কিছু দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে হবে। তবে নৈতিক সাহসও রাখতে হবে। দুই মাস আগেও এ সহিংসতা ছিল না, এই বাংলাদেশ ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ এখন ১০টি সন্ত্রাসপ্রবণ রাষ্ট্রের একটিতে পরিণত হয়েছে। এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে। আমাদের সমঝোতা হতে হবে রাজনীতির জন্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মাইনাস টু ফর্মুলা কার্যকর করতে চান। তাঁরা বলছেন, এটি দুই বেগমের লড়াই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এটি দুই আদর্শের লড়াই।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার মৃত্যু হলে ১৫ দিনের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সব মানুষকে কচুকাটা করা হবে। এটি আরেকটি ইরানে পরিণত হবে।

মেজবাহ কামাল বলেন, জামায়াতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থ পেয়ে থাকে। তাদের এ অর্থের উৎস বন্ধ করতে হবে। তাদের ব্যাংক, বীমা, হাসপাতালসহ সব প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। আমাদের একাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ভাবতে হবে। একাদশ নির্বাচন যাতে গ্রহণযোগ্য হয়, সেজন্য কাজ করতে হবে। এর পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার করতে হবে এবং তাদের রায় দ্রুত কার্যকর করতে হবে।

তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশে একাত্তরের মতো গণহত্যা চলছে। রেললাইন তুলে ও বাসে আগুন দিয়ে সহিংসতা চালানো হচ্ছে। সহিংসতা গ্রামেও চলে গেছে। আর কত হত্যা হলে তা বন্ধ হবে। আমরা জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব। এদেশের সূর্য সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

মেজবাহ কামাল বলেন, আমরা ধর্মভিত্তিক যে রাজনীতির সুযোগ দিয়েছি তা ৪৭ এর বাতাবরণে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকেই জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটছে। এটি বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় নজর দেয়া উচিত। এ শিক্ষায় যেসব ছাত্র রয়েছে তাদেরও শিক্ষার অধিকার আছে। এদের নজরদারির মধ্যে আনা উচিত। মাদ্রাসার কারিকুলাম, বাজেট পুনর্নির্ধারণ করা দরকার।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। বিরোধী

তিনি বলেন, বাসে-ট্রাকে আগুন দিয়ে মানুষ মারার রাজনীতিকে রাজনীতি বলা যায় না। এটা রাজনীতি নয়, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। যারা এটা পরিহার না করে জনগণ তাদের পরিহার করবে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের সব মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। আর যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটা আমরা কোনভাবেই ভুলতে পারব না। আর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালিত করতে হবে। আর যারা সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে সাধারণ মানুষকেই হত্যা করছে, তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনায় এনে শাস্তি দিতে হবে।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, ধর্ম ও রাজনীতি একসঙ্গে চলতে পারে না। তাই, অবিলম্বে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের রায় কার্যকর, জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা, সকল দলের জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ে তোলার মাধ্যমেই দেশের সকল সঙ্কট নিরসন করা সম্ভব।

তিনি বলেন, দেশ আজ উন্নয়ন ও ধ্বংসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি এখন সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাচ্ছে। দেশে আজ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিরোধীদের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখানে একে অপরকে ধ্বংস করতে মরিয়া। জাতির জন্য এটা অশনিসঙ্কেত।

তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া দেশকে কোনভাবেই সঙ্কট মুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই সকল দলের রাজনীতিকদের আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। তিনি বলেন, জামায়াত ও বিএনপির উদ্দেশ্য এক। তাই এ দলটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে কোন মন্তব্য করছে না। সে সঙ্গে নির্বাচনেও আসছে না। তিনি বিএনপিকে জামায়াত ছেড়ে সহিংসতা পরিহার করে সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার আহ্বান জানান।

ড. জাফর ইকবাল বলেন, দেশের চলমান সহিংসতার সমাধান রয়েছে। জামায়াতকে বাদ দিয়ে সবাই এক হয়ে গেলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে।

যারা নির্বাচন বন্ধ করতে চায় তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আগে সহিংসতা বন্ধ কর। তারপর তুমি রাজনীতি নিয়ে কথা বল। সহিংসতা বন্ধ না করলে তাদের নির্বাচন নিয়ে কোন কথা বলার অধিকার নেই।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি খুব সহজ। এটি খুবই সঠিক আবার বেঠিক। যারা মুক্তিযুদ্ধের ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবেন তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন রাজনীতি বলা যাবে না। এদেশে জঙ্গীবাদ-সন্ত্রাস রাজনীতির চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে। সেই চাদর খুলে ফেলতে হবে। নির্বাচন বন্ধ হলেই সহিংসতা বন্ধ হবে না। শক্তি দিয়েই সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট এমএ বারী বলেন, বিএনপি নেত্রী গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলেন। অথচ গত পাঁচ বছরে উনি সংসদে গেছেন মাত্র ১০ দিন। তাহলে উনি কিভাবে দাবি করেন, গণতন্ত্রের জন্য উনি সংগ্রাম করছেন।

তিনি নতুন সরকারের উদ্দেশে বলেন, যাঁরাই নতুন সরকার গঠন করবেন তাঁরাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত কার্যকর করবেন। সৌদিআরবে মৃত্যুদণ্ডের পর এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। তাহলে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য এত মায়া কেন? তারা '৭১-এ যখন মানুষ মেরেছিল, তখন কি তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনে মানুষ মেরেছিল। তাহলে যুদ্ধাপরাধীদের বেলায় কেন আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন আসবে?

সাংবাদিক আবেদ খান বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিরই স্থান রয়েছে। এখানে বিরোধী শক্তি কখনই স্থান পেতে পারে না।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার হতে পারেন, কিন্তু রাজাকাররা কখনও মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেন না। বর্তমান রাজনীতি থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি উৎখাতই বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম বলেন, দেশের মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বোঝে না, নির্দলীয় সরকারও বোঝে না। তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে শান্ত দেখতে চায়। তাই সব দল সমঝোতায় বসে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা উচিত।

সেমিনারের সমাপ্তি টানতে গিয়ে ড. আবুল বারকাত বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে বাংলাদেশ অনেক কিছু করে দেখাতে সমর্থ হবে। তাই, বাংলাদেশ যখনই ভাল অবস্থানে যাওয়া শুরু করে, তখনই এ দেশটাকে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা চলে।

তিনি বলেন, আজকের যে সঙ্কট তা বার্ষিক দুই হাজার কোটি টাকা মুনাফার সঙ্কট। জামায়াতে ইসলামীর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক মুনাফা এখন দুই হাজার কোটি টাকা। ২০০৫ সালে এ মুনাফা ছিল ১২শ' কোটি টাকা। এ টাকায় ১২৫টি জঙ্গী সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে। তারা 'অপারেশন ৭১' নাম নিয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের হাতে আছে একে-৪৭, গ্রেনেডের মতো শক্তিশালী মারণাস্ত্র। তাদের সঙ্গে আছে পাকিস্তান, আছে আইএসআই।

তিনি বলেন, চলমান সঙ্কটটি কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় হওয়ার পরই সামনে চলে আসে। তারা দেশে এখন আল-কায়েদা স্টাইলে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যারা এ কাজ করছে তারা যেকোন আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করছে। এর বিচার কি হবে? কারণ যাদের বিচার করা হবে তাদের সঙ্গেই সংলাপে বসতে হবে।

t University ★ LIBRARY Islam City Aftab Nagar, Dhaka-1212